কালের কণ্ঠ

আপডেট : ৩ জুন, ২০১৮ ২২:৫২

স্কুল, না বাসা?

নাটোরের বাগাতিপাড়ার বড়পুকুরিয়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের চারটি কক্ষ দখল করে ব্যবহার করছেন এক শিক্ষক। (ইনসেট) একটি কক্ষে চলছে ধান শুকানোর কাজও। ছবি : কালের কণ্ঠ

বারান্দায় আসবাব তৈরিতে মগ্ন তিনজন কাঠমিস্ত্রি। একটি কক্ষে কাঠের আসবাব সাজানো। পাশের কক্ষেই রাখা আছে রড, সিমেন্ট। আরো দুটি কক্ষের মেঝেতে রাখা হয়েছে ধান। দেখে ধন্দে পড়তে হয় এটি স্কুল, না বাসা? এ অবস্থা নাটোরের বাগাতিপাড়ার বড়পুকুরিয়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের। স্কুলের সহকারী শিক্ষক আনোয়ারা পারভিন ওই কক্ষগুলো দখল করে রেখেছেন বলে অভিযোগ।

এলাকাবাসী জানায়, আনোয়ারার বিরুদ্ধে অনিয়মের অভিযোগ নতুন নয়। দুই মাস ধরে স্কুলের চারটি কক্ষ ব্যবহার করছেন তিনি। এর মধ্যে দুটি কক্ষে চলছে ধান শুকানোর কাজ। একটি কক্ষে রাখা হয়েছে খাট, সোফাসেট, ওয়ার্ডরোবসহ কাঠের আরো আসবাব। আরেকটি কক্ষে রাখা হয়েছে পাইপ, রড, সিমেন্টসহ প্রয়োজনীয় আরো অনেক কিছু।

কক্ষ চারটি ব্যবহারের কথা স্বীকার করে অভিযুক্ত শিক্ষক আনোয়ারা বলেন, তাঁর বাসায় কাজ চলছে। তাই তিনি স্কুল পরিচালনা কমিটিকে জানিয়ে কক্ষগুলো ব্যবহার করছেন।

এ ব্যাপারে উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তা ফাইজুল ইসলাম বলেন, শিক্ষকদের ব্যক্তিগত কোনো কাজ স্কুলে করতে পারবেন না। যদি কোনো শিক্ষক এমন কিছু করে থাকেন তাহলে সেই শিক্ষকের বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) নাসরিন বানু বলেন, স্কুলে কেন আসবাব রাখা হয়েছে সে বিষয়ে প্রধান শিক্ষক ও অভিযুক্ত শিক্ষককে কারণ দর্শানোর নোটিশ পাঠানো হবে।

Print

সম্পাদক : ইমদাদুল হক মিলন,
নির্বাহী সম্পাদক : মোস্তফা কামাল,
ইস্ট ওয়েস্ট মিডিয়া গ্রুপ লিমিটেডের পক্ষে ময়নাল হোসেন চৌধুরী কর্তৃক প্লট-৩৭১/এ, ব্লক-ডি, বসুন্ধরা, বারিধারা থেকে প্রকাশিত এবং প্লট-সি/৫২, ব্লক-কে, বসুন্ধরা, খিলক্ষেত, বাড্ডা, ঢাকা-১২২৯ থেকে মুদ্রিত।
বার্তা ও সম্পাদকীয় বিভাগ : বসুন্ধরা আবাসিক এলাকা, প্লট-৩৭১/এ, ব্লক-ডি, বারিধারা, ঢাকা-১২২৯। পিএবিএক্স : ০২৮৪০২৩৭২-৭৫, ফ্যাক্স : ৮৪০২৩৬৮-৯, বিজ্ঞাপন ফোন : ৮১৫৮০১২, ৮৪০২০৪৮, বিজ্ঞাপন ফ্যাক্স : ৮১৫৮৮৬২, ৮৪০২০৪৭। E-mail : info@kalerkantho.com